দৈনিক
ভোরের কাগজ
তারিখ 24 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ভাল ফল করেও ভর্তির সমস্যা

এসএসসিতে ভাল ফল করেও কলেজে এইচএসসি লেভেলে ভর্তির সমস্যা আর গেল না। পুরনো পদ্ধতি বহাল রেখেই ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে জিপিএর ভিত্তিতে কলেজগুলোয় এইচএসসি লেভেলে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। সারাদেশে এ বছর সাত বোর্ডে এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে পঁচিশ হাজার সাত শ' বত্রিশ ছাত্রছাত্রী। গত বছর পেয়েছিল ২৪ হাজার ৩৮৪ জন। এদিকে রাজধানীতে ভাল কলেজের সংখ্যা এখনও হাতেগোনা। ফলে গত বছরের মতোই এবারও জিপিএ-৫ পেয়েও অনেক শিক্ষার্থী ভাল কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা পাচ্ছেনা। এসএসসিতে ভাল ফল করার আনন্দের রেশ শেষ হতে-না-হতেই ভর্তির টেনশনে ভুগছে এসএসসিউত্তীর্ণ দেশের সাড়ে চারলক্ষাধিক শিক্ষার্থী। ভাল কলেজ কম হওয়াই ভর্তি সঙ্কটের একমাত্র কারণ নয়, একই মেধাসম্পন্ন হয়েও বয়স কম হওয়ার জন্যও ভর্তি না-হতে পারার বিড়ম্বনা থাকছে।

একাদশ শ্রেণীতে বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষার পরিবর্তে এসএসসি বা সমমানের ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তির যে-সরকারী নীতিমালা ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষের জন্য ঘোষিত হয়েছে, তা না মানা হলে বেশ কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথাও জানানো হয়েছে। এ-নীতিমালার কোন ব্যত্যয় ঘটলে বেসরকারী কলেজের ক্ষেত্রে পাঠদান অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ এমপিওভুক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারী কলেজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তথ্যবিবরণীতে বলা হয়েছে : এবার জিপিএ-৫প্রাপ্ত প্রার্থীদের ৪৩ পয়েন্ট ধরে ক্রমান্বয়ে ৪০ পয়েন্টপ্রাপ্তদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বিজ্ঞানশাখায় ভর্তিতে সমপয়েন্টপ্রাপ্ত প্রার্থীদের বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে সাধারণ গণিত, উচ্চতর গণিত, ইংরেজী, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞানে ৫ পয়েন্টপ্রাপ্ত প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এতেও সমপয়েন্ট প্রাপ্তি সমস্যার সমাধান নাহলে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ জন্ম তারিখসম্পন্ন প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। তার মানে, একই মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের বয়স বেশি, তারা ভর্তি হতে পারবে, বাদ যাবে কম বয়সীরা।

অথচ, সবারই এটা জানা, শিক্ষাজীবন শেষে যাতে বয়স বেশি হওয়ার দরুন সরকারী চাকরি পেতে সমস্যা না-দেখা দেয়, সেজন্য স্কুলে রেজিস্ট্রেশনের সময়ই সাধারণত বয়স কমিয়ে দেয়া হয়। আর, এখন সেই কারণে বহু শিক্ষার্থীকে মেধাবী হয়েও ভর্তিসমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। এটা অনাকাঙ্ক্ষিত।

গতবছর আমাদের চট্টগ্রাম অফিস থেকে পাঠানো ডেসপ্যাচে বলা হয়েছিল : শীর্ষ স্কুলগুলোর জিপিএ-৫ ও গোল্ডেন জিপিএপ্রাপ্ত মেধাবী ছাত্ররা বয়সের ফাঁদে পড়ে স্বনামধন্য ও শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলোর ভর্তির তালিকায় পিছিয়ে পড়ছে। আর, স্কুল ছাত্রদের পেছনে ফেলে মাদ্রাসার ছাত্ররাই আসন দখল করে নিচ্ছে। অভিভাবকদের অভিযোগ ছিল : এটা জোট-সরকারের কারসাজি। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে মৌলবাদী শক্তি শিক্ষামন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ-কাজটি হাসিল করেছে। কারণ, মাদ্রাসার ছাত্রদের গড় বয়স বেশি।

বর্তমানে নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির একই নীতিমালা অব্যাহত রেখে কার্যত মৌলবাদী শক্তির হাতেই উচ্চশিক্ষা তথা দেশের ভবিষ্যতকে কব্জা হতে দেয়ার পূর্বপরিকল্পনাটি অক্ষত ও বহাল রাখা হয়েছে। সচেতন অভিভাবক মহল ও দেশের এসএসসিউত্তীর্ণ বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে এতে নিদারুণ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর জুলাইয়ের শেষদিকে বয়সের মানদণ্ডে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ভর্তির নীতিমালার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা রিট মামলায় হাইকোর্ট সরকার ও শিক্ষাবোর্ডগুলোর বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করেছিল। সে-রিট আবেদনে বলা হয়েছিল : ২০০৬-এর ৬ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক প্রজ্ঞাপন জারি করে মেধার পরিবর্তে বয়সকে মানদণ্ড ধরে উচ্চমাধ্যমিকের স্তরে ভর্তির সিদ্ধান্ত প্রদান করে।

এসএসসি পাসের পর শিক্ষার্থীদের কলেজে এইচএসসিতে ভর্তির সমস্যা দীর্ঘ দেড় দশক ধরে জিইয়ে রাখা হয়েছে। সারাদেশে কলেজগুলোয় যে-সংখ্যক আসন রয়েছে, প্রতিবছর তার চেয়ে বেশিই এসএসসি পরীক্ষায় পাস করছে। অথচ, এই দীর্ঘসময়েও দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়নি। একদিকে, ইডেন কলেজ, বরিশাল বিএম কলেজ, খুলনার বিএল কলেজের মতো খ্যাতনামা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী উঠিয়ে দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে, ভাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। এতে রাজধানী ঢাকার হাতেগোনা ভাল কলেজসহ দেশের মানসম্পন্ন কলেজগুলোর ওপর চাপ বাড়ছে। এ-অবস্থাটা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।

আমরা শিক্ষাকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্য নিয়ে কলেজ ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলবাদী অপশক্তিকে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ না-দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এইচএসসিতে ভর্তির জন্য বয়সের অনাকাঙ্ক্ষিত মাপকাঠি বাতিল করে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনরকম বৈষম্য সৃষ্টি না-করে নতুন নীতিমালা চালু ও সেইসঙ্গে সারাদেশে চাহিদা অনুযায়ী এইচএসসিতে ভর্তির পর্যাপ্ত আসন সংখ্যা নিশ্চিত করার বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যও সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।